পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চিঠি

প্রিয় সহকর্মী,
পিডিবিএফ এর একটি সংকটময় মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহন করা আমার নিকট অনির্বায হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে একবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নানা প্রতিকূল অবস্থায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৭ মাস অতিবাহিত হয়েছে। কতিপয় সংকট ও সীমাবদ্ধতার কারনে বিগত বছরে কার্যক্রমের সকল সূচকে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব না হলেও বর্তমান বছর আমাদের প্রায় সকল সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত কর্মীরা নিজস্ব মেধা, প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা দিয়ে উদ্ভুত সংকট উত্তরন পূর্বক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, এজন্য আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সহকর্মীবৃন্দ,
আপনাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর আমার অটুট আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে ইতিমধ্যে আপনারা যে কর্মপ্রচেষ্টা নিয়েছেন তা আমাকে অভিভুত করেছে। আমারা বছরের শুরুতে খেলাপী আদায়ে টীম ওয়ার্কের যে ধারনা কাজে লাগিয়েছি ও করছি তা আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহনশীল খেলাপী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া তথা টিএ টিপি অনুপাত ৫% এ নামিয়ে আনা সম্ভব। আমাদের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চেলেঞ্জ করার মত নিম্ম মাত্রার খেলাপী অবস্থায় আমারা নিয়ে আসতে পারবো আশা করি।

সরকার তথা রাষ্ট্র এখন টেকসই দারিদ্র বিমোচনের দিকে এগুচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান পিডিবিএফ অবশ্যই এই ধারনাকে সমর্থন, বিশ্বাস ও বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার সকল স্তরে পূঁজি গঠনকে গুরত্ব দিচ্ছে। পুঁজিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। পুঁজি বৃদ্ধির জন্যে মাঠে কয়েকটি সঞ্চয় প্রোডাক্ট চলমান রয়েছে। সঞ্চয়ের এই সকল প্রোডাক্টগুলো নিয়ে সদস্যদের সাথে নিবিড় আলোচনা করে সকলকে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেজন্য আমাদের লক্ষ্য মাঠেপাওনা ঋণ ও সঞ্চয় সমান করা। সে কারনে আমারা সঞ্চয় সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা নিয়েছি। কর্মী প্রতি কমপক্ষে একটি সঞ্চয় সমিতি ও শাখায় কমপক্ষে ১০টি সঞ্চয় সমিতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমারা এগুচ্ছি।

সহকর্মীবৃন্দ,
আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ও উপজেলা কার্যালয় পরিদর্শন করেছি। সহকর্মীদের সাথে প্রানবন্ত আলোচনায় সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এজন্য বর্তমান বছরকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে সার্বিক কর্মকান্ডে সাফল্য অর্জনের জন্য আমি সবাইকে আহবান জানাই। আমরা সকল পর্যায়ে ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় পরিহার করে সকল ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন করব।

সহকর্মীবৃন্দ,
ইতিমধ্যে অর্জিত কিছু সাফল্য যা আাপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়েছে তা আপনাদেরকে জানাতে চাই। বিগত ডিসেম্বর ২০১৬ তে পিডিবিএফ-এর ব্যাংক ঋণ ছিল ৩৭ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৭ তে তা হয়েছে ৪৪ লাখ টাকা যা জানুযারী ২০১৮ তে শোধ হয়ে গেছে। বিগত ডিসেম্বর ২০১৬ তে একটি অঞ্চলও স্বয়ম্ভর ছিল না; ডিসেম্বর ২০১৭ তে ৫টি অঞ্চল স্বয়ম্ভর হয়েছে। জানুয়ারী ১৮ তে আরো ২টি অঞ্চল স্বয়ম্ভর হয়েছে এবং ৫টি অঞ্চল ৯৫% এর উপরে আছে যা এ মাসে ১০০% হয়ে যাবে। উল্লেখ্য আমি এ বছর ঘোষনা করেছি যে সকল অঞ্চল ফেব্রুয়ারী ২০১৮ এর মধ্যে স্বয়ম্ভর হবে সে সকল অঞ্চলে ফেলোশিপ সভার জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে এবং ইতিমধ্যে আমি কয়েকটি অঞ্চলে ফেলোশিপ সভায় অংশগ্রহন করেছি। বিগত ১৪ বছর যাবৎ

পিডিবিএফ-এর কোন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হয়নি, আমরা ইতিমধ্যে ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি। ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রায় প্রস্তুত অবস্থায় আছে, অডিট রিপোর্ট হাতে আসলেই তা প্রকাশ করা হবে। গত তিন বছরের সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা বাকি ছিল যা আমরা হাল নাগাদ সম্পন্ন করে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত করতে পেরেছি। সরকারী অডিট ২০১৭ সাল পর্যন্ত হাল নাগাদ করা হয়েছে। এমনকি আমি দায়িত্ব নেয়ার সময় তিন বছরের বাজেট অনুমোদনহীন অবস্থায় ছিল, এটা এখন ২০১৭-১৮ পর্যন্ত হাল নাগাদ করা হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

পিডিবিএফ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আর প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন মূলধন পিডিবিএফ এ আসে নি। ১৯৮৯ সালের সিডার ৫০ কোটি টাকা ও ১৯৯৬ সালের বাংলাদেশ সরকারের ১৫ কোটি টাকার পূজি দিয়ে আজও প্রতিষ্ঠান চলমান রয়েছে। এক হাজার কোটি টাকার পোর্ট ফলিও ২০০০ কোটি টাকা বিতরনের লক্ষ্য মাত্রা পিডিবিএফ একই পূজিতে সম্পন্ন করছে। তাই প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে সাফল্যমন্ডিত করা পিডিবিএফ এর জন্য এখন বিশাল চেলেঞ্জ। এই চেলেঞ্জ পিডিবিএফ অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতিমধ্যে মূলধনের জন্য পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প নামে ৫০০ কোটি পূজি চেয়ে সরকারের নিকট প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আরও ৫০০ কোটি টাকার পূজি চেয়ে সরকারের নিকট প্রকল্প দেয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার জন্য যাতে প্রতি উপজেলায় ৪ তলা বিল্ডিংসহ জেলা ও প্রধান কার্যালয়ে ২০তলা ভবন তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রিয় সহকর্মী ভাই ও বোনেরা

আমারা ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রকল্প সফলভাবে শেষ করেছি। কয়েকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইসিটি প্রকল্প। সম্প্রসারন প্রকল্প ও শস্য সংরক্ষন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পগুলো মন্ত্রনালয়ে গ্রহনযোগ্য সফল প্রকল্প হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা অবশিষ্ট ১৩৫ টি উপজেলাসহ সম্প্রসারন প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরকার নীতিগতভাবে রাজী হয়েছে। আপনারা জানেন প্রতিটি বড় প্রতিষ্ঠান তার উপকারভোগীদের পন্য বাজারজাত করনের জন্য শো রুম এর ব্যবস্থা করেছে। যেমন- ব্র্যাক এর আড়ং, গ্রামীন ব্যাংকের গ্রামীন চেক , বিআরডিবি-র কারুপল্লী ইত্যাদি। এরই ধারা বাহিকতায় পিডিবিএফ পল্লী রং এর কার্যক্রম শুরু করলেও প্রয়োজনীয় পূজির অভাবে কার্যক্রটি এখন লাভজনক করা যায় নি বা সম্প্রসারন করা যায় নি। ইতিমধ্যে সরকারের সাথে আলোচনা করে ৬৪টি জেলা ৬৪টি শোরুম করার জন্য একটি প্রকল্প মন্ত্রনালয়ে জমা দেয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

প্রিয় সহকর্মী ভাই ও বোনেরা

আমার বিশ্বাস পিডিবিএফ এর সকল কর্মীই সৎ, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যশীল। অল্প কিছু সংখ্যক লোকের অপকর্মেও কারনে পিডিবিএফ এর সুনাম যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছে। নানা প্রকার অপপ্রচার প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে। আমার জানা মতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিডিবিএফ এর আত্মস্যাৎ প্রবনতা সহনীয় পর্যায়ে আছে। ইতিমধ্যে আমাদের আর্থিক শৃঙ্খলা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি লাভ করেছে। যেখানে ২০১৭ সালের শুরুর দিকে আমরা বেশ কিছু কার্যালয়ে নিয়মিত বেতন দিতে পারিনি। ঋণ বিতরনে স্থবিরতা নেমে আসে সেখানে ২০১৮ সালে আমরা ৪ বছর পর প্রথম ১০.৫০ কোটি টাকা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করতে পেরেছি। আরও কিছু টাকা এফডিআর করার মত অবস্থায় আছে। বেতনভাতা নিয়মিতসহ কোথাও ঋণ বিতরনে সমস্যা নেই। এ সকলই আপনাদের সফলতার কাহিনী এবং এ ধরনের কাহিনী বলতে গেলে হয়তো আরও লম্বা হবে তাই আর বেশী বলে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

যখনই প্রতিষ্ঠান ভাল কিছু অর্জন করতে যায়, যখনই প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত কর্মীরা তাদের কাঙ্খিত ন্যায্য চাহিদা পূরনের দিকে যায় তখনই একদল প্রতিহিংসাপরায়ন মানুষ নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আমরা যখন কর্মীদের ন্যায্য আকাঙ্খা পদোন্নতির জন্য সরকারী নীতিমালার আলোকে পদোন্নতির জন্য গ্রেডেশন লিষ্ট তৈরী করেছি তখনই একদল লোক তাদের হিংসা ও লোভ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে লবিং করে পদোন্নতি না দেয়ার জন্য মন্ত্রনালয় থেকে চিঠি ইস্যু করায়। এ ধরনের ঘটনা অতীতেও ঘটেছে, যার ফলশ্রুতিতে ১৮ বছর পরও আমরা মনের গভীর ক্ষতের মত জেগে আছে পেনশন না পাওয়ার আকাঙ্খা, বহু কর্মী আশায় অবসরের দিন গুনছেন।

শুধু এটুকু করেই তারা ক্ষান্ত হন নি। তারা বোর্ড মিটিং এর আলোচ্যসূচি চুরি করে মাঠ পর্যায়ের সরলপ্রান কর্মীদের মধ্যে বিলি করে প্রপাগান্ডা ছড়ায় কাউকে পদোন্নতি দেয়া হবে না বাইরে থেকে লোক নেয়া হবে। আমি শুধু দ্বিধাহীনভাবে এক্ষেত্রে বলতে চাই এগুলো করে কর্মীদের ন্যায্য পাওনা পদোন্নতি থেকে কেউ কর্মীদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না। পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আমরা গ্রেডেশন তালিকা সকলের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করব, অচিরেই পদোন্নতি দেয়া হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

পিডিবিএফ এর এই ধারাবাহিকতা আগামী ৪.৫ মাস বজায় থাকলে আমি আশা করি জুন ২০১৮ তারিখ পিডিবিএফ ১০% এর বেশী উদ্বৃত্ত অর্জন করবে। এবং সেই ভিত্তিতে জুলাই ২০১৮ থেকে পেনশন স্কিম চালু করা যাবে। ভ্রমনভাতায় সরকারের সাথে যেটুকু অসামঞ্জস্যতা আছে তা জুলাই ২০১৮ তে নিরসন হবে। আমাদের সহকর্মীরা প্রায়ই দুপুরে ঠিকভাবে খেতে পারে না কারন তাদের সমিতি থেকে ফিরতে ৩টা/৪টা বেজে যায় বাইরে খাওয়ার মত বাড়তি অর্থ বেতন থেকে সংকুলান হয় না, তাই উদ্বৃত্তের হার বজায় থাকলে লাঞ্চ এলাউন্স চালু করার কথা আমাদের বিবেচনায় আছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

পিডিবিএফ এ ডিসেম্বর ২০১৬ তে সকল সোলার কর্মী উদ্বৃত্ত, আর ৩০০ মাঠ সংগঠকের স্থলে ৭৫০ মাঠ সংগঠক নিয়োগ সবার আলোচনায় বিদায় করার সুর ছিল। কিন্তু কেউ কর্মীদের চাকরী হারানোর বেদনার কথা ভাবতে পারেনি। আমার বিবেক কোন ভাবেই তাদের বিদায়ের জন্য সায় দেয় নি। আমি বিকল্প ভেবে সকলকেই পিডিবিএফ এ যুক্ত করার জন্য কাজ করেছি এবং সফলও হয়েছি। ইতিমধ্যে কাবিটার আওতায় ৫টি উপজেলায় সোলার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছি। এ বছর ১১টি উপজেলায় ইতিমধ্যে কাজ পেয়েছি এবং আরও ৪/৫টি উপজেলায় পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। গঙ্গাচড়ায় প্রায় ৩৩ কোটি টাকার প্রকল্প পেয়েছি। আমার সোলার কর্মীদের কাজের সংকট নিরসন হয়েছে। আমি সকল মাঠ সংগঠকদেরও কাজে লাগিয়েছি। বর্তমানে কর্মীর চাহিদা রয়েছে। এছাড়া অনিয়মিত/চুক্তিভিত্তিক/দৈনিকভিত্তিক কর্মীদেরকেও পর্যায়ক্রমে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়মিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমরা শুধু দেশী তহবিলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বৈদেশিক তহবিলের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। শুধু ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে নানামুখি কাজ যেমন ইতিমধ্যে কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠানের মহযোগীতায় স্বাস্থ্য সেবার উপর একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ডিজিটার স্বাস্থ্য সেবা পিডিবিএফ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে যাবে। আশা করা যায় অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ও কানাডার সরকার প্রধানগন কার্যক্রমটি যৌথভাবে শুভ উদ্বোধন করবেন।

আরও বহু বিদেশী ও আন্তর্জাতিক তহবিল পিডিবিএফ এ আসার অপেক্ষায় আছে যা এ মুহুর্তে অনুল্লেখ্য।

এত কিছু করার উদ্দেশ্য টেকসই দারিদ্র বিমোচন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন শেখ হাসিনার প্রচেষ্টা দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফুটানো, ২০২১ সালে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ্য মানুষকে সেবা দিতে চাই, চাই ৪০ হাজার কর্মীর সহাস্য কর্ম সংস্থান। আমাদের চাওয়া সামান্য হতে পারে কিন্তু অমুলক নয়। আমাদের এ সামান্য চাওয়াতেও কেউ কেউ অখুশী। আসুন আমরা এ সকল অশুভ শক্তির ফাদে পা না দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে যুগোপযোগী ও প্রতিযোগীতামুলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। আমরা বুক ফুলিয়ে গর্বেও সাথে প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিতে পারি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর টেকসই পিডিবিএফ রেখে যাই।

আমরা অবশ্যই সফলকাম হবো। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সাথে আছেন।

তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

(মদন মোহন সাহা)
ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক